৩৬

যায়যায়দিন

তারিখ SEP. 06 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

কওমি মাদ্রাসা সার্টিফিকেটের স্বীকৃতি

মাদ্রাসাগুলো খুশি হলেও ঐতিহ্য হারানোর ভয়ে শঙ্কিত

যাযাদি রিপোর্ট

কওমি মাদ্রাসা সনদের সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্স অফ আর্টসের (ইসলামিক স্টাডিজ/আরবি সাহিত্য) সমমান ঘোষণা করায় এসব মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকরা আনন্দিত। তবে তাদের অভিমত, শুধু ঘোষণা দিলেই হবে না, এটি বাস্তবায়ন করতে হবে। তবে একটি অংশের আশঙ্কা, এ স্বীকৃতির ফলে কওমি মাদ্রাসাগুলোও সরকার নিয়ন্ত্রিত আলিয়া মাদ্রাসার মতো হয়ে পড়বে। তাদের মধ্যে দুনিয়াদারির চিন্তা বেশি আসবে।

গত মাসের ২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া কওমি মাদ্রাসা সনদের সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্স সমমান ঘোষণা করেন। গত ৪ সেপ্টেম্বর স্বীকৃতির ঘোষণা কার্যকর করতে গঠিত টাস্ক ফোর্সের বৈঠকে ঢাকার বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের (বেফাক) অধীনে এ স্বীকৃতি কার্যকর করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়।

লালবাগের জামিয়া কোরআনিয়া আরাবিয়ার শিক্ষক মাওলানা সাখাওয়াত হোসাইন বলেন, কওমি মাদ্রাসাগুলোর উন্নয়নে সরকারকে আরো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। এক্ষেত্রে কওমি মাদ্রাসাগুলোর নীতিনির্ধারকদেরও সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে। এসব মাদ্রাসাকে কিছুতেই স্কুল বা আলিয়া মাদ্রাসা বানানো যাবে না।

মিরপুরের মুসলিম বাজার মাদ্রাসার মুহাদ্দিস মুফতি আবদুল ওয়াহিদ কাসেমী বলেন, এ স্বীকৃতিকে অর্থবহ করে তুলতে হলে কওমি মাদ্রাসাগুলোর সিলেবাসে আরো পরিবর্তন আনতে হবে। সারা দেশের সব কওমি মাদ্রাসায় একই সিলেবাস চালু করতে হবে। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বাবুন সালাম মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা আতাউল্লাহ আমীন বলেন, স্বীকৃতির এ ঘোষণার পর দুনিয়ার চিন্তা বেশি করে আসবে বলে যে আশঙ্কা করা হচ্ছে তা ঠিক নয়। মোহাম্মদপুর আল মারকাজুল ইসলামী মাদ্রাসার ছাত্র আলী হাসান তৈয়ব বলেন, স্বীকৃতি না থাকায় আগে এসব মাদ্রাসার মেধাবী ছাত্ররা গিয়ে আলিয়া মাদ্রাসায় পরীক্ষা দিত। এখন সে প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। সচ্ছল পরিবারের অনেক সন্তানও এসব মাদ্রাসায় আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে ভর্তি হবে।

যাত্রাবাড়ীর জামিয়া ইসলামিয়া মাদানিয়ার ছাত্র আহমদ আতিক বলেন, স্বীকৃতির ঘোষণা শুনে খুশি লাগলেও ভয় হচ্ছে, এখন অনেকের মধ্যে আমল-আখলাক কমে যাবে।

এদিকে বেফাকের অধীনে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা সনদের সরকারি স্বীকৃতি কার্যকর করার লক্ষ্যে টাস্ক ফোর্সের তৈরি করা সুপারিশকে অভিনন্দন জানিয়েছে দেশের বিভিন্ন ইসলামি দল ও সংগঠন। ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক এক বিবৃতিতে বলেন, বেফাকের অধীনে স্বীকৃতি কার্যকর হওয়ার মানে এই নয় যে, অন্য আঞ্চলিক বোর্ডগুলোকে স্বীকৃতি দেয়া হবে না। তারাও স্বীকৃতি পাবে। তবে বেফাকের অধীনে সারা দেশের সব কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিসের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত এবং সনদ দেয়া হবে।

এ সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে খেলাফত মজলিস খাদেমুল ইসলাম জামায়াত, ইসলামী ছাত্র মজলিস, কওমি মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষক পরিষদসহ বিভিন্ন সংগঠন।

নতুন গঠিত উত্তরবঙ্গের কওমি মাদ্রাসাগুলোর আঞ্চলিক বোর্ড তানজিমুল মাদারিসিদ দীনিয়া আল কওমিয়ার সহ-সভাপতি মাওলানা ইউসুফ নিজামী, ইত্তিহাদুল মাদারিস চট্টগ্রামের মহাসচিব মাওলানা আবদুল হালিম বোখারি এবং সিলেটের আজাদ দীনি এদারার (একাংশ) সেক্রেটারি মাওলানা আবদুল বাসেত গতকাল দেয়া এক বিবৃতিতে স্বীকৃতির সুফল যাতে সারা দেশের সব কওমি মাদ্রাসা পায় তা নিশ্চিত করতে সরকারের কাছে অনুরোধ জানান